কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

দর্পন

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

নভেম্বর ২২

বর্ষঃ ৪, সংখ্যাঃ ৪৯

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৮৪ টি লার্নিং সেন্টার ও ৫০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে (৫২৫৭ + ১১০০) সর্বমোট ৬৩৫৭ জন শিক্ষার্থী আনন্দঘন পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

গ্রেড – ২ এর একজন শিক্ষার্থী ছবি এঁকে ছবির বর্ননা দিচ্ছেন।

ইসিডি শিক্ষার্থীরা খেলার মাধ্যমে শিখছে

হাত ধোয়া ও ক্যাম্প পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিবস পালন।

www.coastbd.net Mobile: 01762624808, email: jasim@coastbd.net

হাত ধোয়া ও ক্যাম্প পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিবস পালন

ইন্টার-সেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপের (আইএসসিজি) সমন্বয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির জুড়ে হাত ধোয়া ও ক্যাম্প পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দিবস পালিত হয়েছে। ২০শে অক্টোবর, ২০২২ কোস্ট ফাউন্ডেশন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সকল কর্মী এবং শিক্ষার্থীদেও নিয়ে পূর্ণ উৎসাহের সাথে দিবসটি পালন করেছে। কোস্ট ফাউন্ডেশনের নেতৃত্বে ক্যাম্প ১৪-এ ৮৪টি শিক্ষাকেন্দ্র এবং ৫০টি প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন কেন্দ্র (ইসিডি) রয়েছে।

কমিউনিটির সদস্যরা দিবসটি পালনে ক্যাম্প পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজে অংশগ্রহন করেছে। ছবি: আরাফাত, পিও।

দিবসটি পালনের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন দল এবং শিক্ষার্থীদের সাথে কেন্দ্রগুলির চারপাশে পরিষ্কারের আয়োজন করে। কোস্ট ফাউন্ডেশন কমিউনিটির সকলকে তাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান জানায়। কমিউনিটির সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পর্যবেক্ষণে অংশ নেন। সহযোগী সংগঠনগুলোর মধ্য থেকে ব্র্যাক কোস্ট ফাউন্ডেশনের সাথে যোগ দেয় এবং তারা কোস্টের একটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের জন্য হাত ধোয়ার ডেমো ইভেন্টের আয়োজন করে।

শিশুরা শিখছে কিভাবে চারপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় এবং এটি পরিবেশের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ন। ছবি: 'নাসিম, পিও।

শিক্ষার্থীরা সাধারণত কেন্দ্র এবং বাড়িতে নিয়মিত তাদের হাত ধোয় এবং নিয়মিত তাদের চারপাশ পরিষ্কার করে; এককথায় তারা হাত ধোয়া এবং তাদের চারপাশ পরিষ্কার করতে অভ্যস্থ। দিবসটি পালনের ফলে কমিউনিটির বয়স্করা শিশুদের সাথে যোগসুত্রের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে এবং শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে এবং বাড়িতে তাদের অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত তাদের চারপাশ পরিষ্কার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।

ইউনিসেফের পরিদর্শন ঃ কোস্টের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন

ইউনিসেফের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ (ফ্রেডেরিক লেনকনেখ্ট) এবং শিক্ষা অফিসার (আনিকা আনজুম) সম্প্রতি কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত ক্যাম্প – ১৪ এর শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। ২৬শে অক্টোবর, ২০২২ ইউনিসেফের দল কোস্ট ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ইম্পলিমেন্টিং ইউনিটের (পিআইইউ) সাথে দেখা করে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে এমনকি আর্থিক কার্যক্রম সম্পর্কেও হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে।

প্রোগ্রাম ইম্পলিমেন্টিং ইউনিটের সাথে সভার শেষে ইউনিসেফ দল মাঠ পর্যায়ে (ক্যাম্প-১৪) তে যায় সরজমিনে কার্যক্রম

প্রতিটি কেন্দ্রের মানদন্ড অনুযায়ী কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত মালামাল সরবারাহ ও ব্যবহার হচ্ছে কিনা পর্যবেক্ষন করা হয়। ছবি: আরিফ, টিও।

অবলোকন করার জন্য, তারা ক্লাস পরিচালনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দক্ষতার স্তর পর্যবেক্ষণ করেন। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা যাচাই করার জন্য তারা পূর্ববর্তী পাঠের থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইউনিসেফের দলটি পরিদর্শন শেষে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন যেমন – সমস্ত হোস্ট শিক্ষকের ইংরেজিতে ক্লাস পরিচালনা করা উচিত, প্রতিটি কেন্দ্রে ইসিডি এবং স্কুল ইন বক্স থাকতে হবে, প্রকল্প প্রকৌশলীর মূল্যায়িত কাঠামোগত চেকলিস্ট সব শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে সরবরাহ ও প্রদর্শন করতে হবে।

নুর কায়েসের আতত্ব কর্মসংস্থান ঃ কমিউনিটির কুসংস্কার ভুলে পরিবারের স্বাচ্ছন্দের হাসি

নুর কায়েস ২০১৮ সালে কোস্ট ফাউন্ডেশনের লার্নিং সেন্টারে ভর্তি হযেছিলো। সে তার পরিবারের সাথে ক্যাম্পে ১৪ তে বসাবস করে। কেন্দ্রে ভর্তি হওয়ার পর সে নিয়মিত শিক্ষা কেন্দ্রে আসতো এবং মনোযোগ সহকারে ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করতো, সে নিয়মিত সব বিষয়ে আপডেট থাকার চেষ্টা করতো। তদুপরি, সে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত কার্যক্রম যেমন চিত্রাঙ্কন, খেলাধুলা এবং অন্যান্যগুলিতে অংশ নিতো। সম্প্রতিক মূল্যায়ন পরীক্ষায় সে উত্তীর্ন হয়ে এএলপিতে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ব্রহক্ষপুত্র লার্নিং সেন্টাওে অধ্যায়নরত।

২০২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে সে ক্যাম্পে কর্মরত সংস্থা এফআইভিডিবিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ কওে প্রতিমাসে ৮০০০ উপার্জন করছে। এটি তার পরিবারের জন্য একটি দুর্দান্ত সমর্থন যেমন তার মা বলেছিলেন যে তারা পূর্বেও মতো খাবার সামগ্রী এবং অন্যান্য উপকরণ পান না, এখন ব্যায় সঙ্কুলানের জন্য তাদের তাদের আরও অর্থের প্রয়োজন হয় যেমন খাবার, ওষুধ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনার দরকার পড়ে। কায়েসের উপার্জনের অর্থ তার পরিবারকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে এবং তাদের অতিরিক্ত চাহিদা ও অভাব পুরন করে। এখন কায়েস তার পরিবারের জন্য ব্যায় করতে পারে – কখনও কখনও হাসপাতালে সব ওষুধ পাওয়া যায় না এবং কখনও কখনও তাদের কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রয়োজন হয়। কায়েস ও তার পরিবার খুশি। কায়েস মনে করে এটা শুধুমাত্র লার্নিং সেন্টারে যোগদানের জন্যই সম্ভব হয়েছে কারন তার বয়সের অনেকের বিয়ে হয়ে গেছে এবং অনেকে শিক্ষিত না হওয়ায় বেকার বসে আছে। কায়েস বলেন, "সে কোস্ট ফাউন্ডেশনের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তারা তাকে তার ক্যারিয়ার গড়তে সাহায্য করেছে।

কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্কুলে ফিরে এসেছে

সামগ্রিকভাবে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বাড়ছে এবং এখন তা ৮০% পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে। এটা একদিনে সম্ভব হয়নি। রোহিঙ্গা সম্প্রদায় তাদের শিশুদের

২য় শিফটের একটি ক্লাশে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ন অংশগ্রহন। ছবি: মাছুম, টিও।

মক্তোবে পাঠাতে অভ্যস্থ এমনকি ক্যাম্প ইনচার্জের নির্দেশনা সত্তেও তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষাকেন্দ্রের পরিবর্তে মক্তবে যেতে অনুপ্রাণিত করে। অভিভাবকরা মক্তবের শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করেন যেন শিশুদের মক্তবে আসার জন্য জোর করেন, এমনকি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ না করার জন্য শারীরিক শাস্তির কথা ও শোনা যায়। আর এই কারনে প্রথম শিফটের তুলনায় দ্বিতীয় শিফটের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছিল।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করার পর কোস্ট ফাউন্ডেশন টিম কমিউনিটি মোবিলাইজেশনে এগিয়ে আসে। তারা হোম ভিজিট এবং কমিউনিটির পরামর্শের উপর জোর দেয়। তারা মাঝি, ইমাম, অভিভাবক এবং কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে দেখা কওে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এই কৌশল দলকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। বিষয়টি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যয়ন হল– কোস্ট ফাউন্ডেশনের আউল লার্নিং সেন্টার, ক্লাস্টার ১৩, ক্যাম্প ১৪–এর ব্লক – এ–৫–এর শিক্ষার্থীরা বিকেলে মকতবে যাওয়ার কারনে এলসি –তে আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। কারণ তাদের মা বাবা কখনোই মক্তব পড়াশুনা বন্ধ করে এলসিতে আসতে দিতে চায়নি। এই সমস্যা প্রায় সব এলসিতেই নিয়মিত ঘটনা যে দুপুরের পর শিশুরা এলসিতে আসে না। অনেক সময় সন্তানেরা এলেও বাবা–মা তাদেও ডেকে নিয়ে যেতো। শিক্ষকরা নিয়মিত বাড়ী পরিদর্শন করতে থাকেন এবং আরবি শেখার পাশাপাশি ইংরেজি বা বার্মিজ শেখার প্রয়োজনীতা, এবং নিয়মিত শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিতি সম্পর্কে অভিভাবকদের জানান। অবিভাবকগন শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষদের বাড়ী পরিদর্শন ভালোভাবে গ্রহন না করায় প্রথমে শিক্ষকগন হতাশ হয়েছিলেন।

তারপরও শিক্ষকগন নিয়মিত বাড়ী পরিদর্শন শুরু করলে, অভিভাবকদের সাথে একটি সম্পর্ক তৈরি করে এবং শিশুদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীরা এখন ৩টা পর্যন্ত শিক্ষাকেন্দ্রে থাকে এবং এইভাবে ১৪ জন ছাত্র ২য় শিফটের জন্য আউল লার্নিং সেন্টারে ফিরে এসেছে।

শিক্ষায় সকল শিশুর সমান সুযোগ ঃ কমিউনিটির আস্থা অর্জন

কোস্ট ফাউন্ডেশন লার্নিং সেন্টারের শুরু থেকে সব ধরণের প্রতিবন্ধী শিশুদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে এটি বিভিন্ন বয়সের ৫২ জন শিক্ষার্থীকে খুঁজে বের করে এবং তাদের শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করে। এই তালিকায় যুক্ত হওয়া শেষ শিশুর নাম আরাফাত।

মোঃ ইয়াসিন এবং তাসনিম বেগম, আরাফাতের

মায়ের সাথে শিক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছে আরাফাত। ছবিঃ সুরাইয়া, জেন্ডার এন্ড ডিসএবিলিটি ইনক্লুশন অফিসার।

বাবা–মা, তারা মনে করে যে তাদের সন্তান অন্য শিশুদের মতো লেখাপড়া, খেলাধুলা এবং অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না কারণ সে তার পায়ের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে এবং সাবলীলভাবে বা সমর্থন ছাড়া হাঁটতে পারে না। কোস্ট ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টায় আরাফাতের বাবা মায়ের উদ্বেগ কমছে। এখন সে ফ্ল্যাক্স ইসিডি সেন্টারের শিক্ষার্থী এবং সাথীদের সাথে খেলা করে এবং খেলার মাধ্যমে শেখে। আরাফাতের মতো অংশগ্রহণ অন্যদেরকে উৎসাহিত করে এবং এটি কোস্ট ফাউন্ডেশনকে কমিউনিটি থেকে প্রতিবন্ধি শিশুদের সহজেই যুক্ত করতে সাহায্য করে।

বুলেটিনে ব্যবহৃত সকল ছবি ধারন এবং সংস্থার কাজে ব্যবহার করার পূর্বে ছবির অংশগ্রহনকারীদের মতামত গ্রহন করা হয়েছে।